26

দৈনিক জনকণ্ঠ বাংলা

তারিখ 20 JAN 1997
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৪

নিরক্ষরতা মোচনে সাফল্য

দেশের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছে। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গে এই শিক্ষা কার্যক্রমের উপর জোর দেয়ার ফলে গত ছয় মাসে ১০ লক্ষ নিরক্ষর নারী–পুরুষ ও শিশু–কিশোরকে সাক্ষর করা হয়েছে বলে শনিবার দৈনিক বাংলার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। এটাকে অনায়াসে রেকর্ড পরিমাণ সাফল্য বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

দেশে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের সূত্রপাত ঘটেছিল ১৯৭২ সালে। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐ বছর কুড়িগ্রামের রৌমারী থানায় পরীক্ষামূলকভাবে প্রথমে গণশিক্ষা কার্যক্রম চালু করেন। পরবর্তীকালে এই কার্যক্রম ৫২টি থানায় চালু হয়। বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত উদ্যোগের ফলে ১৯৭৩ সালে গ্রাম উন্নয়ন ও জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন দেশে বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করেন। এই কার্যক্রমের সফলতার ভিত্তিতেই উত্তরকালে দেশব্যাপী নিরক্ষরতা বিমোচন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। ১৯৯১ সালের জানুয়ারী মাসে চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনার আওতায় ইউনিসেফের সহায়তায় 'সমন্বিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম' শুরু হয়। তবে ১৯৯৫ সালের পর থেকে গত বছর জুন মাস পর্যন্ত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। বস্তুত বিভিন্ন সময়ে বিপুল অর্থ ব্যয় হওয়া সত্ত্বেও নিরক্ষরতা বিমোচনের লক্ষ্য যথাযথভাবে অর্জিত হয়নি। ১৯৯১ সাল থেকে সমন্বিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাক্রমে পাঁচ বছরে মাত্র ১৬ লক্ষ নিরক্ষরকে সাক্ষর করা হয়েছে। অথচ গত জুলাই থেকে ডিসেম্বর মাস অর্থাৎ ছয় মাসে ১০ লক্ষ নিরক্ষরকে অক্ষর জ্ঞানদান করা সম্ভব হয়েছে। এই সাফল্যকে খাটো করে দেখবার অবকাশ নেই।

এ থেকে আবারও প্রমাণিত হয় যে, লক্ষ্য সাধনে যদি দৃঢ়পণ থাকে তাহলে তা সাধন অসম্ভব নয়। এমন কি আমাদের দেশে যেখানে সব ব্যাপারেই শৈথিল্য থাকে এবং সাফল্যের চাইতে ব্যর্থতার ঘটনাই যেদেশে বেশী সেদেশেও দৃঢ়চিত্ত হলে লক্ষ্য সাধন সম্ভব।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমে যাদের নিরক্ষরতা মোচন করা হয়েছে তারা যাতে তাদের শিক্ষা ভুলে না যায় সে ব্যবস্থাও নেয়া হয়েছে। এটাও প্রশংসনীয় উদ্যোগ নিঃসন্দেহে। তবে মনে রাখতে হবে যে আমাদের ১২ কোটি মানুষ অধ্যুষিত দেশের অধিকাংশই এখন পর্যন্ত নিরক্ষর বলে আমাদের থেমে যাওয়ার কোন অবকাশ নেই। দেশের প্রতিটি মানুষকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত না করা পর্যন্ত আমাদের এ ধরনের কার্যক্রম চালিয়ে যেতেই হবে।